আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

এপ্রিল, ২০২৩ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

এপ্রিল, ২০২৩ঈসায়ী

****

সূচিপত্র

৩০শে এপ্রিল, ২০২৩

আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র || মার্চ, ২০২৩ঈসায়ী ||

https://alfirdaws.org/2023/04/30/63023/

২৯শে এপ্রিল, ২০২৩

ফিলিস্তিনে ইসরাইলী আগ্রাসন অব্যাহত, ২ মুসলিম যুবক নিহত

পবিত্র রমজান মাসের শুরুতে ফিলিস্তিন জুড়ে ব্যাপক আগ্রসন শুরু করেছিল ইসরাইল। তবে রমজানের শেষের দিকে আগ্রাসন কিছুটা কমে আসলেও, রমজান শেষ হতে না হতেই পুরোনো রূপে ফিরেছে ইসরাইল।

খুন, গ্রেফতার ও ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উৎখাত-উচ্ছেদ অভিযানসহ সব ধরনের আগ্রাসন পুনরায় শুরু করেছে ইহুদিরা। গত এক সপ্তাহে প্রায় এক ডজন ফিলিস্তিনিকে অপহরণ ও দুই ফিলিস্তিনি যুবককে খুন করেছে ইসরাইলি বাহিনী।

গত ২৪ এপ্রিল পশ্চিম তীরের জেরিকোর একটি শরণার্থী ক্যাম্পে ইসরাইলি সেনারা হামলা চালায়। এ সময় ২০ বছর বয়সী এক ফিলিস্তিনি যুবক নিহত হয়। এর এক দিন পর জেরুজালেমে আরও এক ফিলিস্তিনি যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে ইহুদি বাহিনী।

রমজান মাসের শেষ দিকে পবিত্র আল-আকসা মসজিদে অমুসলিমদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ইসরাইলী প্রশাসন। কিন্তু রমজান মাস শেষ হবার পর পরই দেড় শতাধিক ইহুদি নাগরিক সেনা প্রহরায় পবিত্র আল-আকসা মসজিদে অনুপ্রবেশ করে। এ সময় ইহুদিদের নিরাপত্তা দিতে মুসলিমদের ওপর চড়াও হয় সেনারা। এমনকি কুরআন তেলাওয়াতরত অবস্থায় একজন তুর্কি যুবতিকে গ্রেফতার করেছে ইহুদি সেনারা।

https://b.top4top.io/p_2672mlvkj1.jpg

ছবি: পবিত্র আল-আকসা প্রাঙ্গনে ইহুদি নাগরিকরা।

এছাড়াও আল-খলিল বা হেবরন শহরে অবস্থিত ঐতিহাসিক ইব্রাহিমি মসজিদে গানের কনসার্টের আয়োজন করেছে ইহুদিরা। শত শত ইহুদি রাতভর নাচ-গান করে মসজিদটিকে অপবিত্র করেছে। পাশাপাশি গেরুয়া সন্ত্রাসী স্টাইলে মসজিদের ছাদে এক ডজন ইসরাইলের পতাকা টাঙিয়ে দেয়। এ সময় ইহুদিদের নিরাপত্তা দিতে মুসলিমদের নানাভাবে হয়রানি করেছে ইহুদি সেনারা।

https://l.top4top.io/p_2672n4wji3.jpg

ছবি: ঐতিহাসিক ইব্রাহিমি মসজিদে গানের কনসার্ট আয়োজন ও ইসরাইলি পতাকা টাঙিয়ে দেয় ইহুদিরা।

এদিকে পশ্চিম তীরে তিনটি মুসলিম মালিকানাধীন বাড়ি জোরপূর্বক বুলডজার দিয়ে গুড়িয়ে দিয়েছে ইসরাইলি বাহিনী।

https://k.top4top.io/p_26726rjlg2.jpg

ছবি: মুসলিমদের বাড়িঘর ধ্বংসের সময় ইসরাইলি বাহিনীর সতর্ক প্রহরা।

তথ্যসূত্র:

----

1. IOF kills Palestinian during raid in Jericho - https://tinyurl.com/mpcmerf3

2. IOF notifies demolition of 3 Palestinian homes in - https://tinyurl.com/mpcmerf3

3. IOF raids homes, kidnaps two Palestinians in W. B - https://tinyurl.com/9e3ap7ez

4. Over 150 settlers defile Aqsa Mosque under police gua - https://tinyurl.com/5abewayn

5. Settlers defile Ibrahimi Mosque, hold nighttime celebration - https://tinyurl.com/3wmpuxdy

---

২৮শে এপ্রিল, ২০২৩

একে অপরের বিরুদ্ধে গোয়ান্দাগিরি করতে উইঘুরদের হুমকি দিচ্ছে চীন

ইয়াসিন উজতুর্ক, একজন উইঘুর মুসলিম। এখন ইস্তাম্বুলে একটি নাপিতের দোকান চালান। তিনি কখনও ভাবেননি, তুরস্কে অবস্থান করেও চীনা গোয়েন্দা বাহিনীর টার্গেটে পড়বেন। চীনে রয়ে যাওয়া তার পিতামাতার ব্যাপারে ভয়ে থাকতেন তিনি। এজন্য চীনের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিরুদ্ধে কোনো কথাও বলতেন না এবং এ সংক্রান্ত রাজনৈতিক বিক্ষোভও এড়িয়ে চলতেন। তবুও চীনের নজর এড়াতে পারলেন না।

একদিন তিনি দেখলেন, এক কাস্টমার তার অজান্তেই রাস্তা থেকে তার ছবি তুলছে। সেই লোকটিও উইঘুর। তিনি লোকটিকে বাধ্য করলেন তার ফোন দেখাতে। ফোন ঘেঁটে পাওয়া গেল ইয়াসিন উজতুর্কের দোকানের ছবি। আরও পাওয়া গেছে কিছু ভয়েস মেসেজ। চীনের কোনো এক সিকিউরিটি কর্মকর্তার ভয়েস মেসেজ হবে মনে হচ্ছে। ভয়েস মেসেজে উজতুর্কের ব্যাপারে আরও তথ্য চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি 'কাজটি শেষ করার' জন্য ভীতিকর নির্দেশও রয়েছে সেখানে।

'আমি নিরাপদ নই। চীনের হাত এখানে সব জায়গায় পৌঁছে গেছে', বলছিলেন উজতুর্ক। ৩৮ বছর বয়সী উজতুর্ক ২০১৬ সাল থেকে ইস্তাম্বুলে বাস করছেন। 'এখানে প্রত্যেকেই একে অপরের জন্য সন্দেহজনক', বলছিলেন উজতুর্ক।

ইউনিভার্সিটি অব শেফিল্ড থেকে প্রকাশিত এক গবেষণা অনুযায়ী, উজতুর্কের এই ঘটনা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। চীনের বাইরে বসবাসকারী হাজার হাজার উইঘুরদের সাথেও এমন ঘটছে। তুরস্কে বসবাসকারী অন্তত ১২০ জন এবং যুক্তরাজ্যের আরও বেশ কয়েকজন উইঘুরের কাছ থেকে এ ধরনের তথ্য পাওয়া গেছে। উইঘুরদের সম্পর্কে তথ্য নিতে চীনা পুলিশ উইঘুরদেরকেই একে অপরের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করতে বাধ্য করছে বিভিন্ন ভাবে।

প্রায় ছয় বছর আগে থেকে উইঘুর ও অন্য তুর্কি মুসলিম জাতির উপর গণগ্রেফতারি চালিয়ে আসছে চীন সরকার। পুনঃশিক্ষার নামে মুসলিমদেরকে কাফের বানানোর সকল প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং সকল প্রকারের নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে তারা।

এখন নিজেদের সীমান্ত ছাড়িয়ে অন্য দেশে পালিয়ে যাওয়া উইঘুরদের উপরও নজরদারি চালাচ্ছে চীন সরকার। অ্যাকাডেমিকরা এর নাম দিয়েছেন 'আন্তর্জাতিক নিপীড়ন' (Transnational Repression)।

এই নব্য দমননীতির মাধ্যমে বিদেশে অবস্থানরত উইঘুরদের উপর চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে জিনজিয়াংয়ে চলমান অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদেরকে চুপ করিয়ে দিতে চেষ্টা করছে চীন। এক্ষেত্রে উইঘুরদের উপর চাপ প্রয়োগের জন্য অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় চীনে রয়ে যাওয়া তাদের পরিবার-পরিজনকে। বিদেশে অবস্থানরত উইঘুররা চীনা প্রশাসনের কথা মতো কাজ না করলে, তাদের পরিবারের উপর অত্যাচার চালানোর হুমকি দেওয়া হয়। পাশাপাশি, চীনকে সহায়তা করলে প্রিয়জনদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়।

চীনের সাথে বন্ধু-ভাবাপন্ন সরকারগুলো এসব জেনেও চুপ করে থাকে এবং উইঘুরদের সাহায্য করা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। যুক্তরাজ্যে বসবাসরত উইঘুররা জানিয়েছেন, যুক্তরাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তারা এসব বিষয়ে কোনো সহায়তা পাচ্ছেন না। ফলে, চীনের নতুন এই দমননীতির কারণে বিদেশে অবস্থানরত উইঘুর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ জেগে ওঠা ও তাদের মাঝে বিভাজন তৈরির আশংকা দেখা দিচ্ছে।

https://h.top4top.io/p_2675sec441.jpg

২০২৩ সালে সর্বশেষ তথ্যের উপর ভিত্তি করে উইঘুর হিউম্যান রাইটস প্রজেক্টের গবেষণালব্ধ পরিসংখ্যান।

উইঘুর অভিবাসীদের অধিকাংশই বাস করেন এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। কাজাখস্তানে তাদের সংখ্যা প্রায় ২৯০০০০, কিরগিজিস্তানে ৬২০০০ এবং উজবেকিস্তান ও তুরস্কে প্রায় ৫০০০০ করে। আর যুক্তরাষ্ট্রে উইঘুর আছেন ১০ থেকে ১৫ হাজারের মতো।

তুরস্কে বসবাসকারী উইঘুরদের মধ্যে যাদের সাক্ষাতকার নেওয়া হয়, তাদের ৫ ভাগের ৪ ভাগই জানিয়েছেন যে, তাদেরকে চীনা পুলিশ বা রাষ্ট্রীয় সিকিউরিটি অফিসাররা ফোনের মাধ্যমে হুমকি দিয়েছে, প্রায়ই তারা চীনে অবস্থানরত উইঘুর পরিবারের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দিয়েছে, কখনও জিনজিয়াংয়ে রয়ে যাওয়া পরিবারকেও হুমকি দিয়েছে।

প্রায় ৫ ভাগের ৩ ভাগকে পরিবারের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া অথবা নিরাপদে চীনে বসবাসের নিশ্চয়তা প্রদানের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বিনিময়ে তাদেরকে জিনজিয়াংয়ে ঘটে চলা চীনা সন্ত্রাসবাদের বিষয়ে চুপ থাকতে বলা হয়েছে।

সাক্ষাতকারদাতা সকল উইঘুর বলেছেন, তারা কোনো না কোনোভাবে চীনা নজরদারির শিকার হয়েছেন। অন্তত তিন উইঘুর রেস্টুরেন্ট মালিক জানিয়েছেন, চীনা পুলিশ তাদেরকে চাপ দিয়েছে তাদের কাস্টমারদের ছবি তুলে রাখতে এবং গতিবিধি মনিটর করতে।

চীনের এমন নজরদারির কারণে অভিবাসী উইঘুর সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সন্দেহের দানা বাঁধছে। একে অপরকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে বলেও জানিয়েছেন অনেক সাক্ষাতকারদাতা।

তথ্যসূত্র:

----

1. 'The hand of China reaches here': how Beijing pushes Uyghurs to spy on each other overseas - https://tinyurl.com/yck3jhyw

2. "We know you better than you know yourself": China's transnational repression of the Uyghur diaspora - https://tinyurl.com/vur6zbhz

---

ফটো রিপোর্ট || ঈদের ছুটিতে মল্লযুদ্ধ প্রতিযোগিতা উপভোগ করছে আফগানরা

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের হেলমান্দের সাঙ্গিন জেলায় বিশাল এক মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঐতিহ্যবাহী মল্লযুদ্ধ প্রতিযোগিতা। ঈদের ছুটিতে এই প্রতিযোগিতা উপভোগ করতে উপস্থিত হয়েছেন হাজারো জনগণ।

ঈদের ছুটির দিনগুলোকে আনন্দময় করে তুলতে আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে এ ধরনের বিনোদনের আয়োজন করেছে ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন। দীর্ঘ সময় ধরে পশ্চিমা আগ্রাসনের আতংকে থাকা আফগানিস্তানের সাধারণ জনগণ এখন শরিয়াহর ছায়াতলে শান্তি ও নিরাপত্তায় তাদের জীবন উপভোগ করছেন আলহামদুলিল্লাহ্।

https://alfirdaws.org/2023/04/28/63010/

১৯শে এপ্রিল, ২০২৩

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || এপ্রিল ৩য় সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/04/19/62998/

১৬ই এপ্রিল, ২০২৩

'জয় শ্রী রাম' স্লোগান দিতে মুসলিম বালককে নগ্ন করে মারধর

ভারতের মধ্যপ্রদেশে 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান দিতে এক মুসলিম বালককে নগ্ন করে মারধর করেছে তিন হিন্দু বালক। ১১ বছর বয়সী মুসলিম বালকটিকে লাঞ্ছিত করার এই ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে রাজ্যটির ইন্দোরে।

খেলনা কেনার ছলে ছেলেটিকে শহরের নিপানিয়া এলাকার একটি পুকুরে নিয়ে যায় ঐ তিন হিন্দু ছেলে। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত একটি ভিডিওতে দেখা যায়, মুসলিম ছেলেটিকে বিবস্ত্র করে 'জয় শ্রী রাম', 'হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ' এবং 'পাকিস্তান মুর্দাবাদ' এসব স্লোগান দিতে বাধ্য করা হয়।

অবশেষে মুসলিম ছেলেটি তাদের কাছ থেকে পালাতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে তার পরিবারকে বিষয়টি অবহিত করলে, তারা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পুলিশ অভিযুক্ত হিন্দু ছেলেদেরকে ইতোমধ্যে ছেড়ে দিয়েছে।

ইন্দোর পুলিশ জানিয়েছে, ভুক্তভোগী নাবালক এবং অভিযুক্তরা একই এলাকার বাসিন্দা। ভুক্তভোগীর বাবা-মা শ্রমিক। ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার না করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে সেখানকার পুলিশ।

উল্লেখ্য, জোরপূর্বক মুসলিমদের দিয়ে 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান দেওয়ানো এক দল উগ্র হিন্দুদের একটি সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলশ্রুতিতে, কিছুদিন পরপরই এ ধরণের ঘটনা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘটছে। 'জয় শ্রী রাম' বলানোর জন্য হুমকি দেয়া, মারধর করা, দাঁড়ি ছিড়ে ফেলা, ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়ার মত জন্য জঘন্য ঘটনাও ঘটেছে ভারতে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Indore: 11-year-old Muslim boy stripped, forced to shout 'Jai Shri Ram' - https://tinyurl.com/4t69e246

2.Muslim minor beaten, forced to chant Jai Shri Ram slogans- https://tinyurl.com/59vh3at9

১৫ই এপ্রিল, ২০২৩

টিটিপির অভিযানে ৩ মাসে হতাহত ৩৬৪ পাক সেনা

https://alfirdaws.org/wp-content/uploads/2023/04/pakistan-3-maser-infografy-image--696x1030.jpg

পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বৃহত্তম সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হচ্ছে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। সম্প্রতি তাদের অফিসিয়াল চ্যানেল এবং এর অধিভুক্ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে চলতি বছরের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে দেশ জুড়ে তাদের পরিচালিত অভিযানের বিবরণ প্রকাশ করেছে।

প্রাপ্ত তথ্য মতে, চলতি বছরের প্রথম ৩ মাসেই টিটিপির হাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অন্তত ৩৬৪ সদস্য হতাহত হয়েছে।

অভিযানগুলোর বিস্তারিত পরিসংখ্যান ইনফোগ্রাফ আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এতে মুজাহিদদের অপারেশনগুলোর প্রকৃতি, অবস্থান এবং শত্রু বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ দেখানো হয়েছে।

বর্ণনা অনুযায়ী, গত মার্চ মাসে পাকিস্তানের ১২টি জেলায় সশস্ত্র বাহিনীগুলোর উপর মোট ৪২টি হামলা চালিয়েছেন টিটিপির বীর মুজাহিদগণ। এর আগে ফেব্রুয়ারি মাসে দেশটির ১৪টি জেলায় ২৯টি অভিযান চালিয়েছেন তারা। আর জানুয়ারি মাসে চালানো হয়েছে ৪৬টি অভিযান।

এসব অভিযানের মধ্যে ৫টি ইস্তেশহাদী অপারেশন, ১৬টি টার্গেট কিলিং, ১৯টি গেরিলা যুদ্ধ, ১৫টি সম্মুখ লড়াই, ১৬টি স্নাইপার অপ্স, ১টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ, ১২টি বোমা বিস্ফোরণ, ১৭টি জবাবি অভিযান, এবং ১৬টি অতর্কিত অপারেশন পরিচালনা করেছেন।

বর্ণনা অনুযায়ী, মার্চ মাসে টিটিপি পরিচালিত অভিযানগুলোতে শত্রু বাহিনীর ৫৮ সদস্য নিহত এবং আরও ৭২ সদস্য আহত হয়েছে। আর ফেব্রুয়ারি মাসে নিহত হয়েছে ৫৭ জন এবং আহত হয়েছে সামরিক বাহিনীর আরও ৭০ সদস্য। তবে শত্রু বাহিনী সবচেয়ে হতাহতের শিকার হয়েছে জানুয়ারি মাসে- কমপক্ষে ২০৭ জন।

মুজাহিদদের এসব সফল অভিযানে পাকিস্তানের জালিম সামরিক বাহিনীগুলো ব্যাপক আর্থিক ও যান্ত্রিক ক্ষয়ক্ষতিরও শিকার হয়েছে।

মুজাহিদদের দেওয়া তথ্য মতে, শত্রু বাহিনীর ৫টি সামরিক চৌকি, ৫টি মোটর সাইকেল, ২০টিরও বেশি গাড়ি এবং ১১টি সামরিক স্থাপনা ধ্বংস হয়েছে। পাশাপাশি মুজাহিদগণ আরও অনেক সামরিক সরঞ্জাম পুড়িয়ে দিয়েছেন। আর মুজাহিদগণ গনিমত হিসাবে জব্দ করেছেন বিভিন্ন ক্যালিবারের ১৭টি অস্ত্র ও ৩টি মোটর সাইকেল।

উল্লেখ্য যে, টিটিপি পূর্বের যেকোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশি সুসংগঠিত। তাদের অধীনে বর্তমানে পাকিস্তানের ছোট-বড় ৪৩টি জিহাদি গ্রুপ ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করছে। এর ফলশ্রুতিতে গত ২০২০ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে তারা নতুনভাবে শত্রুদের বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতা বাড়িয়েছেন।

তথ্যসূত্র: https://l.top4top.io/p_2655nqhwd0.jpg

ইয়েমেনে মুজাহিদদের পাশে দাঁড়িয়েছে উপজাতি সুন্নি মুসলিমরা

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্ দীর্ঘ বিরতির পর গত বছর থেকে ইয়েমেনে তাদের সামরিক অপারেশন জোরদার করেছে। আর তাদের এসব অপারেশনে ব্যাপক ভাবে সমর্থন দিচ্ছেন সেখানকার উপজাতি সুন্নি মুসলিমরা।

বিজয়ের মাস এই রমাদানে মুজাহিদদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। গত ১৩ রমাদান শত্রুদের একটি সামরিক কনভয়ে লক্ষ্য করে এম্বুশ পরিচালনা করেছেন আনসারুশ শরিয়াহ মুজাহিদগণ।

সূত্রমতে, আরব আমিরাতের ভাড়াটে মিলিশিয়াদের কনভয়টি আবিয়ানের আল-বাকিরা এলাকার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছিল। তখন মুজাহিদদের অতর্কিত এম্বুশের শিকার হয় কনভয়টি। এই অভিযানে শত্রু কনভয়ে থাকা একটি অ্যাম্বুলেন্স ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মুজাহিদদের আক্রমণের সামনে টিকতে না পেরে মিলিশিয়ারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

সূত্রমতে, এই যুদ্ধে বড় ভূমিকা রেখেছেন সেখানকার উপজাতি সুন্নি মুসলিমরা। তারা তথ্য ও সমর্থন যুগিয়ে এই যুদ্ধে মুজাহিদদের সহায়তা করেছেন।

এর আগে ১০ রমাদানেও একই এলাকায় উপজাতিদের সহায়তায় শত্রুদের একটি সামরিক অবস্থান লক্ষ্য করে সফল রেইড পরিচালনা করেছেন মুজাহিদগণ। মুজাহিদদের অতর্কিত অভিযানে দিকভ্রান্ত হয়ে পালিয়ে যায় আমিরাতের ভাড়াটে মিলিশিয়ারা। এই অভিযানে ৩ শত্রুসেনা নিহত এবং আরও বেশ কিছু সৈন্য আহত হয়েছে।

জেএনআইএম এর পশ্চিম আফ্রিকা অভিযানে ১১৯ শত্রুসেনা নিহত

আল-কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) গত শাবান মাসে উপকূলীয় দেশগুলোতে বেশ কয়েকটি সফল সামরিক অপারেশন পরিচালনা করছেন। এসব অপারেশনে অন্তত ১০৪ শত্রুসেনা নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে আরও অন্তত ১৫ জন।

জেএনআইএম এর অফিসিয়াল মিডিয়া সূত্র থেকে জানা গেছে, মুজাহিদগণ মালি, বুরকিনা ফাসো ও নাইজারের ত্রিভুজ সীমান্ত অঞ্চলে শত্রুদের লক্ষ্য করে কয়েক ডজন সফল অভিযান পরিচালনা করছেন।

তবে এসব অভিযানের পরে ঘটনাস্থলে পড়ে থাকা হতাহত শত্রুদের পরিসংখ্যানই কেবল মুজাহিদগণ তালিকাভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে প্রকৃত হতাহতের সংখ্যা আরও অনেক বেশি।

সূত্রটি আরও নিশ্চিত করেছে যে, এসব অভিযানে মুজাহিদগণ ২ শত্রু সৈন্যকে বন্দী করেছেন। পাশাপাশি ৭টি গাড়ি, ১৩৪টি মোটর সাইকেল, বিভিন্ন ক্যালিবারের ১১১টি মাঝারি ও ভারি অস্ত্র, ৪৬টি পিস্তল, ১টি আরপিজি ও ১টি ড্রোনসহ অসংখ্য গোলাবারুদ ও সামরিক সরঞ্জাম গনিমত পেয়েছেন।

এই রিপোর্ট প্রকাশের পর, জেএনআইএম মালি ও বুরকিনা ফাসোতে শাবান মাসে তাদের পরিচালিত আরও ৩টি অপারেশনের তথ্য নিশ্চিত করেছে। এসব অপারেশনেও আরও অনেক সৈন্য হতাহত হয়েছে। এছাড়া ১৬টি অস্ত্রসহ অনেক গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন মুজাহিদগণ।

উল্লেখ্য যে, ২০১৭ সালে কয়েকটি সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় 'জেএনআইএম', এরপর থেকে প্রতিরোধ বাহিনীটি মালিসহ আশেপাশের উপকূলীয় দেশগুলোতে অভিযান জোরদার করেছে। মুজাহিদ নিয়ন্ত্রিত কিদাল রাজ্যের গভর্নরের মতে, মুজাহিদগণ ২০১৩ সাল থেকে বিশ্বের ৬৪টি দেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করে আসছেন। ইতিমধ্যে অনেক দেশ তাদের সেনাদের প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে।

১৪ই এপ্রিল, ২০২৩

ভারতে মব লিঞ্চিং: মুসলিম নিধনের ‘বৈধ’ হাতিয়ার

ভারতে তুচ্ছ ঘটনায় পৃথক জায়গায় ৩ জন মুসলিমকে পিটিয়ে খুন করেছে হিন্দুরা। গত ৭ এপ্রিল রাতে ঝাড়খণ্ডে দুইজন মুসলিম যুবককে খুন করা হয়। তাদের বয়স ছিল ২১ এবং ২৫ বছর। ঘটনার পর একজনকে চোর হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়, অন্যজনকে বালি পাচারকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

এদের মধ্যে একজন নিহতের নাম ওয়াসিম। তার বাবা মুমতাজ আনসারি জানিয়েছেন, ‘আমার ছেলে ওয়াসিম সাজ্জাদ তার নানির বাড়িতে গিয়েছিল। পরে আমরা পুলিশের কাছ থেকে একটি কল পাই যে, তারা আমাদের ছেলেকে ধরেছে। তারা আমাদেরকে থানায় যেতে বলে।’

মুমতাজ আনসারি একজন স্কুল শিক্ষক, এবং তার ছেলে ওয়াসিম একজন স্নাতক (বিএ) ডিগ্রিধারী। ওয়াসিম মুম্বাইয়ে একটি পাইপলাইন কোম্পানিতে কাজ করতেন এবং সম্প্রতি তার দুই বোনের বিয়ে উপলক্ষে পরিবারের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন।

আনসারি আরও বলেন, ‘আমরা যখন থানায় পৌঁছলাম, আমরা দেখলাম যে বোলেরো গাড়ির পিছনের সিটে ওয়াসিমকে পশুর মতো বেঁধে রাখা হয়েছে। প্রথম দিকে, তার সাথে আমাদেরকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। অবশেষে আমরা তার সাথে কথা বলতে সক্ষম হয়েছিলাম। সে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে বলেছিল, যখন সে নানির বাড়ি থেকে ফিরছিল পুলিশ ইন্সপেক্টর কৃষাণ কুমার তাকে নির্দয়ভাবে মারধর করেছে।’

তবে পুলিশের দাবি, ‘তিনি [ওয়াসিম] একটি ট্রাক্টর দিয়ে বালি পাচার করছিল। তাঁকে থামতে বলা হলে সে পালানোর চেষ্টা করেন এবং গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়।’

কিন্তু, ওয়াসিমের বাবা এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘আমাদের একটি ট্রাক্টর পুলিশ জানুয়ারীতেই আটক করেছে। দ্বিতীয় ট্রাক্টরটি বাড়িতে রয়েছে যা অকেজো হয়ে গেছে।’

এদিকে, মধ্যপ্রদেশের খান্ডওয়ার ছাইগাঁও দেবী গ্রামে চুরির সন্দেহে এক মুসলিম যুবককে হিন্দুরা পিটিয়ে খুন করেছে। নিহত শেখ ফিরোজকে গত ৯ এপ্রিল সকালে একটি ড্রেনেজ চ্যানেলে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায়। পরবর্তিতে তাঁকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। ফিরোজ খানশাওয়ালি, খান্ডোয়ার বাসিন্দা।

ডিএসপি হেডকোয়ার্টার্স অনিল সিং নিশ্চিত করেছেন যে, ফিরোজের সারা শরীরে একাধিক ছুরিকাঘাতের দাগ রয়েছে। তবে পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন, ৯ এপ্রিল সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের অভিযোগের বিষয়ে জেলা পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

অন্য একটি ঘটনায়, রাজ্যের রাজধানী রাঁচি থেকে মাত্র ৪৫ কিলোমিটার দূরে, ২১ বছর বয়সী ওয়াজিদ আনসারির পরিবার কিছু লোকের কাছ থেকে ফোন পায় যে, পাশের গ্রামে তার ছেলেকে একটি গাছের সাথে বেঁধে মারধর করা হয়েছে।

'ওয়াজিদ সেহরি করেছিল, তাই আমরা যখন কল পাই তখন আমরা বুঝতে পারিনি যে সে রোজা রেখে কী এমন করেছে যে লোকেরা তাকে মারছে,' নিহতের বাবা হাফিজুল রেহমান আনসারি বলেন। তিনি আরও বলেন, তারা ওয়াজিদকে এমন নির্দয়ভাবে মারধর করেছে যে, সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

৭০ বছর বয়সী হাফিজুল রেহমান, যিনি তার বার্ধক্যের কারণে কাজের সক্ষমতা হারিয়েছেন, বলেন, 'আমার ছেলে পরিবারের সবচেয়ে ছোট। সে খুব ভাল ছেলে ছিল। সে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল। কিছু সামাজিক সংগঠনের সাথেও যুক্ত ছিল। প্রায় বিশ দিন আগে, একটি দুর্ঘটনায় আমার ছেলে মাথায় মারাত্মকভাবে আঘাত পেয়েছিল। ফলে সে মানসিকভাবে বেশ বিপর্যস্ত ছিল। সে তাদের বাগানে প্রবেশ করেছিল গাছের কিছু ডাল ভাঙার জন্য, এর বেশি কিছু নয়।'

এ কারণে তাকে মারধর করা হয়। পরে পুলিশ এসে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। 'আমার ছেলে চোর নয় এবং সে কারো বাড়িতে ঢুকেনি। এলাকাটা আমার বাড়ি থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যেই,' হাহাকার করে বলেন হাফিজুল।

তিনি আরও অভিযোগ করছেন যে, পুলিশ তার এফআইআর নিচ্ছে না। তাঁর দাবি, তাঁর ছেলেকে কমপক্ষে চৌদ্দ জন হিন্দু পিটিয়ে হত্যা করেছে। কিন্তু পুলিশ এটাকে মব লিঞ্চিং এর মামলা করতে চায় না। ঘটনার সাথে জড়িত হিন্দুরা আরও বেশ কয়েকজনকে মারধরের সাথে জড়িত, কিন্তু তারা কখনও ধরা পড়ে না।

ঝাড়খণ্ডে ২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত দুই ডজনেরও বেশি মব লিঞ্চিং এর ঘটনা ঘটেছে। রামগড়ের আলিমুদ্দিন আনসারির ঘটনা খুব আলোড়ন তৈরি করেছিল। পরে তাবরেজ আনসারির ঘটনা জাতিসংঘেও উথাপিত হয়েছিল। কিন্তু ভিকটিমরা মুসলিম হওয়ায় সব প্রমাণ থাকার পরেও কোন হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি আজও।

তথ্যসূত্র:

----

1. Muslim youth lynched in Madhya Pradesh over suspected theft (Maktoob) - https://tinyurl.com/2p8rykdy

2. Black Friday for two Muslim youth in Jharkhand (eNewsroom) - https://tinyurl.com/yc3kxfu9

১২ই এপ্রিল, ২০২৩

সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌত্তলিক মঙ্গল শোভাযাত্রা বাধ্যতামূলক

আগামী ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন। নববর্ষকে কেন্দ্র করে প্রতিবারের ন্যায় এ বছরও ঘটা করে উৎসব মুখর পরিবেশে দিনটি পালনের ঘোষণা দিয়েছে এ দেশের সেক্যুলার গোষ্ঠী ও সরকার। শুধু তাই নয়, দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও নববর্ষ পালন ও মঙ্গল শোভাযাত্রার র‍্যালিতে অংশ নেয়ার জন্য নির্দেশনা জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা একটি প্রকাশ্য হিন্দুত্ববাদী মুশরিক আচার-অনুষ্ঠান। মঙ্গল শোভাযাত্রাকে ভালোবাসা, সমর্থন করা ও অংশগ্রহণ করার মতো যেকোনো কাজে মুসলিমদের যুক্ত হওয়া উচিত নয়। এর ব্যাপারে সকল উলামায়ে কেরাম একমত।

তারপরও এমন একটি পৌত্তলিক অনুষ্ঠানকে ৯১ শতাংশ মুসলিম দেশের সার্বজনীন অনুষ্ঠান বলে চালিয়ে দিচ্ছে সেক্যুলার গোষ্ঠী। উপরন্তু দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এখন নববর্ষের অনুষ্ঠান পালন করাকে বাধ্যতামূলক করছে তারা। পহেলা বৈশাখ সকাল বেলা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে র‍্যালি করার জন্য দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দেশনা দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

গত কয়েকবছর ধরেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারের পক্ষ থেকে এমন নির্দেশনা পাঠানো হচ্ছিল। এভাবে ধীরে ধীরে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের মধ্যে এই পৌত্তলিক মঙ্গল শোভাযাত্রাকে স্বাভাবিক করা হয়। এতদিন এই পৌত্তলিক শোভাযাত্রা সবার জন্য বাধ্যতামূলক না থাকলেও এ বছর দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নববর্ষ উদযাপন ও র‍্যালিতে অংশ নেয়া বাধ্যতামূলক করে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

প্রতি বছরই দেখা যায়, পুরো রমজান জুড়েই স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় ছুটি থাকে। তবে করোনাকালীন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে প্রাথমিক স্কুলে ক্লাস চলে ১৪ রমজান বা ৬ এপ্রিল পর্যন্ত। অর্থাৎ এ বছর ৭ এপ্রিল থেকে প্রাথমিক স্কুলেও ঈদের ছুটি শুরু হয়েছে। কিন্তু ছুটির মধ্যেও নববর্ষের অনুষ্ঠান করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রনালয়।

কারণ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ইউনেস্কো মঙ্গল শোভাযাত্রাকে অপরিমেয় বিশ্ব সংস্কৃতির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার আশ্বাস দিয়েছে। তাই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে প্রচার করতে হবে। এ জন্য বন্ধের মধ্যেও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসে বাধ্যতামূলক মঙ্গল শোভাযাত্রার র‍্যালিতে অংশ নিতে হবে।

বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ হওয়া সত্বেও একটি পৌত্তলিক হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতিকে দেশের মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে দেয়া ও একে মুসলিম দেশের সংস্কৃতি হিসেবে প্রমাণ করার জন্য সরকারের চাপ প্রয়োগ সার্বিকভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য খুবই আশঙ্কাজনক।

তথ্যসূত্র:

১। বন্ধের মধ্যেও পহেলা বৈশাখ উদযাপন করতে হবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে -https://tinyurl.com/y33xvfjs

---

কাশগড়ে উইঘুরদের ঐতিহ্যবাহী বাজার ধ্বংস করছে চীন

কাশগড়ের শত বছরের পুরোনো ও ঐতিহ্যবাহী একটি সমৃদ্ধ বাজার হচ্ছে ‘খান বাজার’। বাজারের মাঝখান দিয়ে গেছে পথচারীদের জন্য তৈরি রাস্তা। আধুনিক পর্যটকরা সেই রাস্তা দিয়ে পায়চারি করছেন। আর কাপড়ের দোকান নিয়ে বসেছেন উইঘুর ব্যবসায়ীরা—এমন সব প্রাণবন্ত দৃশ্য চোখে ভাসছে কাসিমজান আব্দুর রহিমের।

আরও উন্নত ও আধুনিক করার নামে বাজারটি ধ্বংস করতে শুরু করেছে চাইনিজ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু আব্দুর রহিম ও তাঁর মতো উইঘুররা বিশ্বাস করেন, চাইনিজ কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপ মূলত উইঘুর মুসলিম জাতির নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করারই আরেকটি প্রচেষ্টা।

টিকটক অ্যাপে ছড়িয়ে পড়া একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ভিডিওতে দেখা যায়, অধিকাংশ দোকানের সিঁড়ি, জানালা এবং দরজাগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। বাজার রক্ষণাবেক্ষণ কর্তৃপক্ষও বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ‘তারা পুরোনো কাঠামো ধ্বংস করে নতুন কাঠামো নির্মাণ করছে। নতুন এই কাঠামো ভূমিকম্প প্রতিরোধী হবে বলে তাদের দাবি,’ বলছেন আব্দুর রহিম। ৪০ বছর বয়সী এই উইঘুর এখন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়াতে রিয়াল অ্যাস্টেট অ্যাজেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন।

উইঘুরদের ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা ধ্বংসের ঘটনা এটিই প্রথম নয়। ২০২২ সালে জিনজিয়াংয়ের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বৃহৎ বাজার কাশগড়ের ‘গ্র্যান্ড বাজার’ ধ্বংস করেছিল চীনা কর্তৃপক্ষ। বাজারটিতে উইঘুর স্বাতন্ত্র্যসূচক যে সকল বৈশিষ্ট্য ছিল, তার কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি কর্তৃপক্ষ।

একই পরিণতি হচ্ছে খান বাজারের। এভাবে বাজার ধ্বংসের ফলে নিজেদের ব্যবসা চিরতরে হারানোরও আশঙ্কা আছে। এ নিয়ে সরকারি কর্মচারীদের সাথে বিবাদেও জড়িয়েছিলেন কিছু উইঘুর।

ফলশ্রুতিতে পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। তাদের একজন হলো বাহতিয়ার; বয়স ১৬। এই তরুণের বাবাকেও ২০১৭ সাল থেকে চীনা কর্তৃপক্ষ বন্দী করে রেখেছে। বাবার অনুপস্থিতিতে বাহতিয়ার সাপ্তাহিক বন্ধের দিনগুলোতে তার মাকে দোকান পরিচালনায় সাহায্য করে আসছিল।

জিনজিয়াংয়ে উইঘুর মুসলিমদের অবকাঠামো ধ্বংসের কারণে অনেক পরিবার তাদের বসতবাড়ি, ব্যবসা এবং আবাদী জমি হারিয়েছেন। কথিত আধুনিকায়নের নামে চীনা কর্তৃপক্ষের চালানো এসব ধ্বংসযজ্ঞের কারণে উইঘুর জাতি তাদের মসজিদ, প্রাচীন বাজার, নিজেদের ঐতিহ্যবাহী স্বকীয়তা হারাচ্ছেন। চীনা কর্তৃপক্ষের দাবি, তারা 'খান বাজার' ধ্বংস করছে নতুন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য। তবে তাদের এই দাবিকে নাকচ করে আব্দুর রহিম বলেন, 'এটা বাস্তবতার সাথে যায় না।'

তিনি বলেন, ১৯৮০ সাল থেকেই নানা সময় বিভিন্ন বাহানায় বাজার সংস্কার করেছে কর্তৃপক্ষ। ২০০০ থেকে ২০১০ এর মধ্যেও এমন একটি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এমন প্রতিটি সংস্কার কার্যক্রমেই কিছু উইঘুর তাদের বাড়ি এবং দোকানপাট হারিয়েছেন। কারণ তারা সংস্কারের ফি দিতে সক্ষম না। ফলে উইঘুরদের এসব সম্পদ নাম মাত্র মূল্যে কিনে নেয় চীনা ব্যবসায়ীরা। আব্দুর রহিম রেডিও ফ্রি এশিয়াকে বলেন, 'আমি মনে করি, এটা সরকারের পরিকল্পিত চক্রান্ত।'

পনেরো শতাব্দী থেকে এই বাজার বসে এখানে। সামনে ইদকাহ মসজিদ। ২০১৬ সাল থেকে এই মসজিদটিও বন্ধ করে রেখেছে চীনা সরকার। উইঘুরদের ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর চীনা ক্র্যাকডাউনের নিদর্শন এগুলো। ইদকাহ মসজিদ থেকে দেখা যায় ব্যস্ত খান বাজার। আব্দুর রহিম ২০১৭ সালে সর্বশেষ এই স্থানটি দেখেছিলেন। এরপর তিনি বাণিজ্য ভ্রমণে যুক্তরাষ্ট্র গিয়ে আর ফিরে আসেননি।

যেসব উইঘুর পরিবার জিনজিয়াংয়ে রয়ে গেছেন, তারা খান বাজার সংস্কার কার্যক্রমের কারণে চিন্তিত। দোকান হারানোর ভয় তাদের মনে। চীনা সরকারের নির্ধারিত সংস্কার ফি দেওয়ার সামর্থ্য তাদের নেই। কারণ তাদের পরিবারের কর্মক্ষম ব্যক্তিদের ইতঃপূর্বেই ক্যাম্পে বা কারাগারে বন্দী করে রেখেছে চীনা সরকার। এমন তথ্য জানিয়েছেন নিরাপত্তার স্বার্থে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি।

নির্যাতনের ভয়ে নিজেদের উদ্বিগ্নতার কথা জানাতেও পারেন না উইঘুররা। তবু গোপনে যতটুকু দুঃখ প্রকাশ করেন, তাও রাজনৈতিক নেতাদের কানে চলে যায়। ফলে বাজার ধ্বংসের সময় দোকান মালিকদের নজরদারিতে রাখে চীনা কর্তৃপক্ষ। এক পুলিশ সদস্যের সূত্রে রেডিও ফ্রি এশিয়া জানায়, দোকান মালিক ও বাসিন্দাদের সামাজিক স্থিতিশীলতার দিকে নজর রাখতে নির্দেশনা জারি করেছে চীনা কর্তৃপক্ষ। অর্থাৎ, উইঘুরদের ঘর, দোকান ভেঙ্গে ফেলার সময় কোনো ধরনের প্রতিবাদ করা যাবে না। সবকিছু নীরবে সয়ে যেতে হবে তাদের।

তথ্যসূত্র:

Demolition of Kashgar's Khan Bazaar creates uncertain future for Uyghur shop owners – https://tinyurl.com/mvxfy6mp

---

পশ্চিম তীরে দখলদার ইসরাইলি বাহিনীর বর্বর অভিযান, ২ ফিলিস্তিনি নিহত

পবিত্র আল-আকসা মসজিদের ভেতরে হামলার পর এবার কথিত অভিযানের নামে গোটা পশ্চিম তীর জুড়ে আগ্রাসী হামলা ও ধরপাকড় চালিয়েছে ইসরাইলি বাহিনী। এসব হামলায় ২ ফিলিস্তিনি যুবক নিহত হয়েছে। এছাড়া বেশ কয়েকজন মুসলিমকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায় তারা। এ নিয়ে চলতি বছরের প্রথম তিন মাসেই ইহুদি আগ্রাসনে প্রাণ হারালেন প্রায় ১০০ ফিলিস্তিনি।

গত ৯ এপ্রিল কালকিলিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে আয়েদ সালিম নামে এক ফিলিস্তিনি যুবককে খুন করেছে ইহুদি বাহিনী। পরের দিন একটি শরণার্থী ক্যাম্পে অভিযান চালিয়ে মুহাম্মদ বলহান নামে আরও এক কিশোরকে খুন করে তারা। এ সময় অপর দুই ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন, জোরপুর্বক তুলে নেওয়া হয়েছে আরও পাঁচ ফিলিস্তিনিকে।

সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী পশ্চিম তীরে ইসরাইলের আগ্রাসী অভিযান অব্যাহত ছিল। অভিযান কঠোর করতে ব্যাপক আকারে সেনা বৃদ্ধি করেছে দখলদার ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ। চলমান এসব অভিযানের নামে নিরাপরাধ ফিলিস্তিনিদের বিভিন্নভাবে নিপীড়ন করে যাচ্ছে ইহুদিরা।

এসব অভিযানের নামে পাশবিক নির্যাতনের বেশ কিছু লোমহর্ষক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। একটি ভিডিওতে দেখা যায়, একজন ফিলিস্তিনি যুবক দোকানে মালামাল সাজিয়ে রাখার সময় হঠাৎ ইসরাইলি সেনারা তাঁর দোকানে হামলা চালায়। এ সময় সেনারা তাঁকে বেদম মারধর ও চোখে-মুখে পিপার স্প্রে ছিটিয়ে নির্যাতন করে।

https://twitter.com/i/status/1643998136707461120

তথ্যসূত্র:

----

1. Ayed Saleem (20 y/old), the Palestinian who was show dead by the lsraeli occupation forces east of Qalqilya -https://tinyurl.com/2ryrepz8

2. Update: lsraeli occupation forces kill a Palestinian youth in Aqbat Jarb camp -https://tinyurl.com/285raw6w

3. While stocking shelves at a local store, a Palestinian youth was attacked by a number of lsraeli occupation soldiers who have aggressively beaten him and assaulted him with pepper spray -https://tinyurl.com/ztu9zp3f

১১ই এপ্রিল, ২০২৩

ফটো রিপোর্ট || ইয়েমেনে মুজাহিদদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হচ্ছে জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্। সম্প্রতি তাদের অফিসিয়াল মিডিয়া বিভাগ আল-মালাহিম থেকে তাদের যোদ্ধাদের একটি হাই-ডেফিনেশন ফটো রিপোর্ট প্রকাশ করেছে।

ফটো রিপোর্টে আল-কায়েদা মুজাহিদদেরকে তাদের নিয়ন্ত্রিত মুদিয়াহ, ওয়াদি ওমরান ও আবিয়ানে অবস্থান করতে দেখা গেছে। পাশাপাশি তারা কীভাবে শত্রু অবস্থানে আক্রমণ করেন ও সামরিক প্রস্তুতি নেন তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সার্বিকভাবে, রিপোর্টটিতে ইয়েমেনে আল-কায়েদা মুজাহিদদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার একটি তথ্য চিত্র তুলে ধরা হয়েছে-

সব একসাথে: https://files.fm/f/747y8p5r2

https://alfirdaws.org/2023/04/11/62930/

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || এপ্রিল ২য় সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/04/11/62927/

হিন্দু শিক্ষকদের মুসলিম বিদ্বেষী আচরণে ছাত্রের আত্মহত্যা; বিচারে টালবাহানা

ভারতের রাজস্থানে হিন্দু শিক্ষকদের মুসলিম বিদ্বেষী আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে আত্মহত্যা করেছে এক মুসলিম ছাত্র। দুই মাসের বেশি সময় ধরে বিভিন্ন জায়গায় ধরনা দিয়েও ন্যায় বিচার পাচ্ছে না নিহতের পরিবার।

রাজস্থানের নুরনগরের বাসিন্দা আব্দুর রাজ্জাক। পুনম চাঁদ বাজাদিয়া স্কুলের দ্বাদশ-শ্রেণির আর্টস বিভাগের নিয়মিত শিক্ষার্থী ছিল সে। হিন্দু শিক্ষকদের হয়রানি এবং ইসলামোফোবিক আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে গত ৩১শে জানুয়ারি আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় কিশোর ছেলেটি।

নিহতের বড় ভাই সেলিম খানের দাবি, হিন্দু শিক্ষকদের কাছ থেকে দীর্ঘদিন যাবত অমানবিক আচরণ পেয়ে আব্দুর রাজ্জাক বেশ ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় থাকতেন। তাকে ক্লাসে অপমান করা হতো এবং ক্লাসরুমের বাইরে

তার সহপাঠীদের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হতো। এমনকি মুসলিম হবার কারণে সে বড় হয়ে সন্ত্রাসী হবে এমন ন্যাক্কারজনক সাম্প্রদায়িক কথার দ্বারা আব্দুর রাজ্জাককে অপমান করত স্কুলের হিন্দু শিক্ষকরা।

অভিযুক্ত হিন্দু শিক্ষকরা তাকে বলত, 'তুই যেহেতু একজন মুসলিম, তাই তুই সন্ত্রাসী হয়ে যাবি।'

শিক্ষকদের কাছ থেকে এমন আচরণ পেতে পেতে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় আব্দুর রাজ্জাক। তার বাড়ি থেকে প্রায় ২৫০ মিটার দূরে রেইল লাইনে গিয়ে আত্মহত্যা করে সে।

তার মৃত্যুর পর, আব্দুর রাজ্জাকের বড় ভাই রুস্তম খান নাগৌর জেলার লাদনুন থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। সেখানে উল্লেখ করেন যে, তার স্কুলের হিন্দু শিক্ষক ধনরাম প্রজাপত, শশী শর্মা এবং রঞ্জিত ভিঞ্চার আব্দুর রাজ্জাকের সাথে অমানবিক আচরণ করত এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করত। সে মুসলিম তাই ভবিষ্যতে সন্ত্রাসী হবে বলে অপমান করত।

পুলিশ ৩০৬ ধারার অধীনে উপরোক্ত তিন শিক্ষকের নাম উল্লেখ করে একটি এফআইআর নথিভুক্ত করেছে। কিন্তু ঘটনার দুই মাসের বেশি সময় পার হয়ে গেলেও এখনও তদন্ত শেষ হয়নি। নিহত ছাত্রের পকেট থেকে একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার করেছিল পুলিশ। রুস্তম বলেছেন, সুইসাইড নোটে আব্দুর রাজ্জাক তার সঙ্গে ঘটে আসা ঘটনার কথা লিখেছেন। তার মৃত্যুর জন্য দায়ীদের নামও সুইসাইড নোটে লেখা আছে।

রুস্তম খান অভিযোগ করে বলেন, অভিযুক্ত শিক্ষকদের রাজনৈতিক প্রভাব ও সুরক্ষা রয়েছে। এ কারণে তাদের কাউকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি। এমনকি পুলিশ তদন্তের বিষয়ে নিহতের পরিবারকেও অবহিত করছে না।

রুস্তমের অভিযোগ, অভিযুক্ত হিন্দু শিক্ষকদের বাঁচাতে পুলিশ সুইসাইড নোট ও অন্যান্য শিক্ষার্থীদের বয়ান পাল্টাতে পারে। ঘটনার পর থেকেই তাদের পরিবারের সঙ্গে পুলিশ অনেক খারাপ আচরণ করে আসছে বলে দাবি করেন রুস্তম।

রাজস্থান মুসলিম যুব সংগঠনের রাজ্য সভাপতি রওশন খান কায়মখানি বলেছেন, নিহতের পরিবার মুসলিম হওয়ায় কেউ তাদের কথা শুনছে না। লাদনুনের কংগ্রেস এমএলএ মুকেশ ভাকর অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিলেও এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

কায়মখানী আরও অভিযোগ করেছেন, আসামিদের রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে। এ কারণে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

তথ্যসূত্র:

----

1. Rajasthan: Muslim student dies by suicide after being called "terrorist" by teachers; family demands justice https://tinyurl.com/4kbbhbzh

০৯ই এপ্রিল, ২০২৩

ভারতে রাম নবমীর সহিংসতায় নিহত মুসলিমকেই 'দাঙ্গাকারী' হিসেবে এফআইআর

ভারতে রাম নবমী সহিংসতার সময় পুলিশের বুলেটে নিহত হন ৪৫ বছর বয়সী মুসলিম শেখ মুনির উদ্দিন। পরে সহিংসতার সাথে সম্পৃক্ত ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্টে (এফআইআর) তাকেই দাঙ্গাবাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

নিহতের পরিবার তার মৃত্যুর ব্যাপারে বিস্তারিত তদন্তের জন্য অনুরোধ করেছে। পাশাপাশি, এফআইআর এ তাকে দাঙ্গাবাজদের তালিকায় উল্লেখ করায় পুলিশের বিরুদ্ধে তারা তীব্র আপত্তি জানিয়েছে।

নিহতের ছেলে টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে জানান, 'আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে সহিংসতা হচ্ছিল। আমার বাবা নিচে গিয়েছিলেন এবং আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের তালাবদ্ধ গেটের ভিতরে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। সেখানেই তিনি গুলিবিদ্ধ হন।'

উল্লেখ্য, রাম নবমী মিছিল থেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও ভাংচুরের ঘটনা ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যেই ঘটেছে। মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, পশ্চিমবঙ্গ এবং গুজরাটে মুসলমানদের লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। মুসলিমদের বেশ কয়েকটি মসজিদ এবং প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মাদরাসায়ে আজীজিয়াতে আগুন লাগিয়ে পুড়ে দিয়েছে হিন্দুরা।

https://l.top4top.io/p_2652dgfdl1.jpg

রাম নবমী উৎসব চলাকালীন ভারতের বিহারের নালন্দা জেলার মাদ্রাসাসায়ে আজিজিয়ায় হিন্দু জনতা আগুন ধরিয়ে দেয়

https://b.top4top.io/p_26529zmfm2.jpeg

উগ্র হিন্দুদের আগুনে মাদ্রাসাসায়ে আজিজিয়ার গ্রন্থাগার পুড়ে ছাই

এসব হামলার পরে গুজরাটের হিন্দু নেতারা প্রকাশ্যে হুমকি দিতে থাকে, যদি তাদের কোনো সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহলে তারা ২০০২ সালের পুনরাবৃত্তি করবে এবং পুরো ভাদোদরাকে পুড়িয়ে দিবে।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও ঘৃণ্য বক্তব্যের এমনই একটি ভিডিও ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা রওশন কুমার শাহ পুলিশকে হুমকি দিচ্ছে, যদি কোনও ভিএইচপি সদস্যকে

গ্রেপ্তার করা হয় এবং মুসলমানদের উপর হামলার কারণে কোন মন্তব্য করা হয় তবে ভাদোদরা পুড়িয়ে দেওয়া হবে।

রওশন কুমার শাহ আরো বলেছে, 'আমাদের ভিএইচপি সদস্যদের কেউ গ্রেপ্তার হলে আমরা ২০০২ এর পুনরাবৃত্তি করব। পুরো ভাদোদরা পুড়ে যাবে। এটা পাকিস্তান নয়। এটা হিন্দুদের ভারত।'

তথ্যসূত্র:

----

1. Ram Navami violence: Vadodara police accused of targeting Muslims; Women, mentally ill man, students among those booked - https://tinyurl.com/5x9k58y6

2. 110-year-old madrasa and library set ablaze by Hindutva mob during Ram Navami rally in Bihar - https://tinyurl.com/m6jfce6p

3. Ram Navami Violence in Bihar Sharif: Muslim women allege police misbehavior, loot (Maktoob) - https://tinyurl.com/2p86esz5

আরও এক বাংলাদেশিকে খুন করেছে বিএসএফ

ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এর গুলিতে বাংলাদেশী নিহত হওয়ার ঘটনা এখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ভারতের তাঁবেদার বাংলাদেশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো উপযুক্ত পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত দেখা যায়নি।

'সীমান্ত হত্যা শূন্যে নামিয়ে আনা হবে' – বাংলাদেশ প্রশাসনের কাছ থেকে এমন মিথ্যা আশ্বাস পেতে পেতে এ দেশের জনগণ আজ অসহায়।

এবারে লালমনিরহাটে বিএসএফ এর গুলিতে এক বাংলাদেশি মুসলিম নিহত ও অপর এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। নিহত যুবকের নাম রবিউল ইসলাম ও আহত যুবকের নাম শহিদুল ইসলাম।

প্রাপ্ত তথ্য মতে, ১ এপ্রিল রাতে পাঁচ-সাতজন বাংলাদেশি গরু ব্যবসায়ী বাংলাদেশ সীমান্ত পার হয়ে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি মোতাবেক তাদেরকে গ্রেফতার না করে তাদের ওপর এলোপাতারি গুলি চালায় বিএসএফ। এতে ঘটনাস্থলেই রবিউল মৃত্যুবরণ করেন।

তথ্যসূত্র:

১। সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত, আহত ১ - https://tinyurl.com/3jtrjzp8

ফটো রিপোর্ট || শাবাবের দুঃসাহসী অভিযানে ৫২২ সেনা হতাহত – ২য় পর্ব

আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক সবচাইতে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হচ্ছে হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। তারা পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার পাশাপাশি কেনিয়া ও ইথিওপিয়ায় ইসলাম বিরোধী জোটের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করে যাচ্ছেন।

এর ধারাবাহিকতায়, গত মার্চ মাসে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়া জুড়ে অন্তত ৭০টি অভিযান পরিচালনা করেছেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য ৯টি অভিযান চালানো হয়েছে বার্সাঞ্জোনী, জুবাইদ, জানী-আবদী, বারিরী, দারুণ-না'আমা, বারধারি ও রুউন-নিরগুড শহরে।

এই ৯ অভিযানেই তুরস্ক, আমেরিকা, কেনিয়া, ইরিত্রিয়া ও ইথিওপিয়ার দ্বারা প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের সৈন্যসহ অসংখ্য দখলদার সৈন্য হতাহত হয়েছে। শাবাব সংশ্লিষ্ট মিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, হতাহতের এই পরিসংখ্যান বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে পাঁচ শতাধিক।

ফটো রিপোর্ট || শাবাবের দুঃসাহসী অভিযানে ৫২২ সেনা হতাহত – ১ম পর্ব

https://alfirdaws.org/2023/03/30/62842/

মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ এসব অভিযানের হৃদয় জোড়ানো কিছু দৃশ্যের ২য় পর্ব দেখুন...

https://alfirdaws.org/2023/04/09/62901/

মালি | রাজধানীতে অপারেশন জোরদার: শত্রু বাহিনীর ২২টি যান ধ্বংস

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির রাজধানী বামাকোতে সামরিক অপারেশন জোরদার করেছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। রাজধানী ঘিরে তাদের সাম্প্রতিক কয়েকটি অপারেশনে মালিয়ান সামরিক বাহিনীর অন্তত ২২টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়েছে।

আঞ্চলিক সূত্রমতে, গত ৫ রমজান থেকে ১৫ রমজান পর্যন্ত মালির রাজধানী বামাকো ও এর আশপাশের এলাকাগুলোতে অন্তত ৯টি সামরিক অপারেশন পরিচালনা করছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী- জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম)। প্রতিরোধ বাহিনীটি অফিসিয়ালি এখন পর্যন্ত এসব অভিযানের ৬টির তথ্য নিশ্চিত করেছে।

আয-যাল্লাকা মিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, 'জেএনআইএম' যোদ্ধাদের পৃথক এই ৬টি অপারেশনে মালিয়ান সামরিক বাহিনীর অন্তত ২২টি গাড়ি ও সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়েছে। পাশাপাশি, মুজাহিদগণ গনিমত হিসাবে উদ্ধার করেছেন ৫টি মোটরসাইকেল, ১টি গাড়ি, বিভিন্ন ক্যালিবারের ২২টি অস্ত্র সহ অনেক গোলাবারুদ ও বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম।

এই অভিযানগুলোর মাধ্যমে মুজাহিদগণ একজন বন্দী মুসলিমকে মুক্ত করেছেন এবং এক মালিয়ান সেনাকে বন্দী করেছেন। এছাড়া এসব অভিযানে আরও অনেক শত্রু সেনা হতাহত হয়েছে। সূত্রমতে, 'জেএনআইএম' মুজাহিদদের গত ১৫ রমজানের এক অপারেশনেই শত্রু বাহিনীর অন্তত ৫ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

০৫ই এপ্রিল, ২০২৩

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || এপ্রিল ১ম সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/04/05/62891/

০৪ঠা এপ্রিল, ২০২৩

ইসরাইলি আগ্রাসন: আল-আকসা প্রাঙ্গনে ফিলিস্তিনি মুসলিম খুন

পবিত্র আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে এক ফিলিস্তিনি যুবককে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। নিহত ফিলিস্তিনির নাম খালেদ আল-ওসাইবি।

ফিলিস্তিনি গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, গত ০১ এপ্রিল পবিত্র আল-আকসা মসজিদে যাবার সময় এক মুসলিম নারীকে নির্যাতন করছিল ইসরাইলি পুলিশ। এ সময় খালেদ আল-উসাইবি এগিয়ে যান এবং পুলিশি নির্যাতন থেকে মুসলিম নারীকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ইসরাইলি পুলিশ তাঁর উপর উপর্যপুরি ১০ রাউন্ড গুলি করে।

বরাবরের মতো এবারও খুনের ঘটনাকে নিজেদের অনুকূলে নিতে ইসরাইলি পুলিশ দাবি করে, খালেদ আল-ওসাইবি একজন পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করায় পুলিশ তাঁকে গুলি করতে বাধ্য হয়।

পবিত্র রমজান মাসের শুরু থেকেই আল-আকসা মসজিদে মুসল্লীদেরকে বিভিন্নভাবে হেনস্তা করে আসছে ইসরাইলি বাহিনী। এরই ধারাবাহিকতায় এই নৃশংস খুনের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও সেখানে ব্যাপকভাবে ধর-পাকড় চালাচ্ছে ইসরাইলি বাহিনী।

তথ্যসূত্র:

----

1. Mohammad Al-Ausaibi, the Palestinian young man who was executed by the lsraeli occupation forces near Al-Aqsa Mosque last night -https://tinyurl.com/2p93ve3t

---

বিহারে রাম নবমীর মিছিল থেকে মসজিদে ভাংচুর-অগ্নিসংযোগ

বিহারের নালন্দা জেলার বিহার শরীফে রাম নবমী উদযাপনকারী হিন্দুরা একটি মসজিদে ভাংচুর চালিয়েছে এবং আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। উগ্র হিন্দু জনতা এক মুসলিমের দোকানেও আগুন দিয়েছে। গত ৩১ মার্চ, রাম নবমীর মিছিল করার সময় এ ঘটনা ঘটে। রোহতাস জেলার সাসারামেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

মাকতুব মিডিয়ার প্রতিবেদক মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সাথে কথা বলার সময়, মুরারপুর মসজিদের ইমাম বলেন, 'মসজিদের প্রায় ৫০০ মিটার দূরে মিছিলে সংঘর্ষ হয়েছিল। মসজিদের চারপাশে সবকিছু স্বাভাবিক ছিল। মসজিদটি একটি মোড়ে অবস্থিত এবং মসজিদের আশেপাশে মুসলিমরা না থাকার সুযোগে হিন্দুত্ববাদী জনতা হামলা চালায়।'

ইমাম সাহেব আরও জানিয়েছেন, মসজিদে ছোড়া পাথরের আঘাতে তিনিও আহত হয়েছেন। পাথর নিক্ষেপের পরেই হিন্দু জনতা মসজিদে জড়ো হয়ে তা ভাঙচুর করে।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আমির বলেছেন, 'হঠাৎ আমি লক্ষ্য করলাম রাস্তায় লোকজন গলির দিকে ছুটতে শুরু করেছে। পরের মুহূর্তে, একজন মুসলিম ব্যবসায়ীর মালিকানাধীন হোটেল সিটি প্যালেসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। রাস্তায় থাকা বেশ কয়েকটি গাড়িতেও আগুন দেওয়া হয়।'

আমিরের মতে, মিছিলের সময় মুসলিমদের প্রতি সাম্প্রদায়িকভাবে উসকানিমূলক হিন্দুত্ববাদী পপ গানগুলি বাজানো হয়। এ নিয়ে হট্টগোল শুরু হয়।

তবে এই হামলার পিছনে স্থানীয় মুসলিমরা বিজেপি বিধায়ক প্রণব কুমারকে দায়ী করেছেন। কারণ তার নেতৃত্বে পতাকা মিছিল নিয়ে একদল বাইক-সওয়ারী হিন্দু যুবক মুসলিম জনবহুল হজরতগঞ্জ মহল্লায় প্রবেশ করেছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হজরতগঞ্জ হয়ে পতাকা মিছিলের অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও একদল হিন্দু যুবক ১০০ টিরও বেশি বাইকে চড়ে হজরতগঞ্জ মহল্লা খানকাহ গেটের কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় 'জয় শ্রী রাম বোলো মিয়া কো কাটো' (শ্রী রাম বলে মিয়াদের (মুসলিমদের) হত্যা কর) এমন উস্কানিমূলক স্লোগান দিয়ে তলোয়ার নাড়তে থাকে। বেপরোয়া ভাবে বাইক চালানোর কারণে ৭ বছরের এক মুসলিম শিশু আহত হয়েছে।

চকে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখা গেছে, হিন্দু যুবকরা মিছিল নিয়ে পৌঁছানোর কিছুক্ষণ আগে স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক প্রণব যাদবের একটি সাদা এসইউভি হজরতগঞ্জ চৌকি পার হচ্ছে।

২০২২ সালে রাম নবমী এবং হনুমান জয়ন্তীর সময় সাম্প্রদায়িক সহিংসতার উপর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, সে সহিংসতায়ও পাঁচজন আহত হয়েছিল।

সে সময় বিহারের মুজাফফরপুরে রাম নবমী মিছিলের সদস্যরা একটি মসজিদের মিনারে উঠে মাইক ফেলে সেখানে জাফরান পতাকা টানিয়ে দেয়। এতে মিছিলের বাকি সদস্যরা উল্লাস প্রকাশ করেছিল।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা যাচ্ছে, ভারতে রাম নবমীসহ হিন্দুদের প্রায় সকল আয়োজনেই মুসলিম বিদ্বেষী স্লোগান দেওয়া হয়। উসকানিমূলক হিন্দুত্ববাদী পপ গান বাজিয়ে মুসলিমদের উপর হামলা চালানো হিন্দুদের একটি সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Mosque set on fire in Bihar town during Ram Navami procession - https://tinyurl.com/t6pak99k

2. Bihar: Muslims blame BJP MLA for ruckus during Ram Navami procession -https://tinyurl.com/t6pak99k

3. VIDEO LINK:https://tinyurl.com/3v8wek29

ফটো রিপোর্ট || আফগান শহীদদের পরিবারের মাঝে ইফতার প্যাকেজ বিতরণ

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রমজান উপলক্ষে গত শাবান মাস থেকেই দেশ জুড়ে এক বিশেষ দাওয়াতি ক্যাম্পেইন শুরু করেছেন। মন্ত্রণালয়ের বিশেষ বাহিনীর সদস্যরারা রমাদান শুরুর আগেই এই

ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে মানুষকে রমজানের ফজিলত, বরকত ও গুরুত্ব বুঝানোর চেষ্টা করছেন। রমাদান শুরুর পর এই ক্যাম্পেইনে যোগ হয়েছে পথচারীদের মাঝে ইফতার পূর্বমুহূর্তে খেজুর ও পানি বিতরণ কার্যক্রম।

সর্বশেষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই ক্যাম্পেইনে যুক্ত হয়েছে স্পেশাল ইফতার প্যাকেজ বিতরণ কার্যক্রম। আফগানিস্তানের প্রতিটি শহীদের পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হবে এই স্পেশাল ইফতার প্যাকেজ। এর একটি প্যাকেজে থাকছে ১১টি আইটেমের খাদ্য সামগ্রীসহ নগদ আরও ৫ হাজার আফগানি।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্যাকেজটি বর্তমানে ইমারাতে ইসলামিয়ার ৭টি প্রদেশে চলমান আছে। বাকি প্রদেশগুলোতেও খুব শীঘ্রই এই প্যাকেজ বিতরণ শুরু হবে বলেও নিশ্চিত করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। উল্লেখ্য যে, ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানে এমন পরিবার কমই আছে যে পরিবারে কোনো শহীদ নেই।

ইমারাতে ইসলামিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষ বাহিনীর সদস্যরা লোগার প্রদেশের একটি গ্রামে প্রতিটি শহীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ইফতার প্যাকেজ বিতরণ করেছেন। সেখানকার কিছু চমৎকার দৃশ্য...

https://alfirdaws.org/2023/04/04/62876/

০২রা এপ্রিল, ২০২৩

পশ্চিমবঙ্গ: হিজাব পরে স্কুলে আসায় ছাত্রীদের বেত্রাঘাত

পচিশবঙ্গে বারুইপুরের পদ্মপুকুর হাই স্কুলে হিজাব পরে স্কুলে আসায় মুসলিম ছাত্রীদের বেত্রাঘাত ও হেনস্থা করেছে এক হিন্দু শিক্ষক।

ছাত্রীদের অভিযোগ, শিক্ষক কমলকান্তি মণ্ডল তাদেরকে হিজাব পরে স্কুলে আসতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু শিক্ষকের মৌখিক নির্দেশ উপেক্ষা করে তারা হিজাব পরে স্কুলে আসে। এতে ঐ শিক্ষক তাদেরকে বেত্রাঘাত করে।

ছাত্রীরা বাড়িতে গিয়ে অভিভাবকদের বিষয়টি জানালে তারা স্কুলের সামনে বিক্ষোভ করেন। তারা দাবি করেন, এই ঘটনার জন্য অভিযুক্ত শিক্ষক কমলকান্তি মণ্ডলকে ক্ষমা চাইতে হবে। সেই সঙ্গে মুসলিম বিদ্বেষী আচরণের জন্য ঐ শিক্ষককে বহিষ্কারেরও দাবি জানিয়েছেন তারা।

এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীর বড় একটি অংশ মুসলিম। কমলকান্তি মন্ডল বেশকিছু দিন ধরেই হিজাব পরিহিতা কয়েকজন ছাত্রীর উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে আসছে। যে ছাত্রীরা নির্যাতনের শিকার হয়েছে তারা ষষ্ঠ, সপ্তম, ও নবম শ্রেণির ছাত্রী।

ভারতে ২০২২ সালে কর্ণাটকে প্রথম প্রশাসনিক ভাবে হিজাব নিষিদ্ধের পর থেকে একের পর এক বিভিন্ন জায়গায় মুসলিম নারীদেরকে হিজাবের জন্য হেনস্থা হতে হচ্ছে। শুধু ভারত নয়, পুরো বিশ্বেই এমনকি অনেক মুসলিম প্রধান দেশেও আল্লাহ তা'আলার বিধান হিজাবের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছে ক্ষমতাশীলরা। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যই বলেছেন, শেষ জামানায় ঈমান ধরে রাখা, ইসলামের উপর দৃঢ় থাকা হাতে জ্বলন্ত কয়লা ধরে রাখার চেয়েও কঠিন হবে।

তথ্যসূত্র:

1.hijab barred student teacher protests in baruipur school -https://tinyurl.com/2p863b3e

---

০১লা এপ্রিল, ২০২৩

নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত চার মুসলিমকে খালাস দিয়েছে রাজস্থান হাইকোর্ট

সম্প্রতি রাজস্থান হাইকোর্ট জয়পুর বোমা বিস্ফোরণ মামলায় পূর্বে দোষী সাব্যস্ত এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত চার মুসলিমকে খালাস দিয়েছে। প্রসিকিউশন তাদের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ প্রমাণ করতে পারেনি। খালাসপ্রাপ্তরা হলেন সারওয়ার আজমি, মোহাম্মদ সাইফ, সাইফুর রহমান ও সালমান।

জয়পুরের একটি বিশেষ আদালত ২০১৯ সালে এই চারজনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। কিন্তু রাজস্থান হাইকোর্টের বিচারপতি পাঙ্কাই ভান্ডারি এবং বিচারপতি সমীর জৈনের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, আগের তদন্তটি সুষ্ঠু ছিল না। এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তদন্ত সংস্থাগুলো জঘন্য উপায়ে অভিযুক্তদেরকে ফাঁসিয়েছিল।

২০০৮ সালের ১৩ মে, জয়পুরে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ৭১ জন নিহত এবং ১৮৫ জন আহত হয়। এই ঘটনায় মোট আটটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়। ঘটনার একদিন পরে, মিডিয়ায় প্রচার করা হয় যে, একটি ইমেলের মাধ্যমে ভারতীয় মুজাহিদিন বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছে। এর ভিত্তিতেই মুসলিমদের উপর ধরপাকড় শুরু হয়।

পূর্বের রায়ে চারজন মুসলিমকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ব্যাপারে অ্যামিকাস কিউরি বলেছে, "এটি প্রথম মামলা যেখানে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়াই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সেখানে প্রায় ১৩০০ জন সাক্ষী ছিল। আমি তাদের সবাইকে জেরা করেছি। কিন্তু সাইকেলে বোমা স্থাপনকারী এই চারজনের একজনকেও কেউ সনাক্ত করতে পারেনি। এছাড়াও আদালতে যে সাইকেল ক্রয় বিল পেশ করা হয়েছিল, তা বোমা বিস্ফোরণে ব্যবহৃত সাইকেলের ফ্রেম নম্বরের চেয়ে আলাদা।"

রাজস্থান হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, "আমরা সমাজ, ন্যায়বিচার এবং নৈতিকতার স্বার্থে, রাজস্থানের পুলিশ মহাপরিচালককে তদন্তকারী দলের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ তদন্ত/শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশ দেওয়া যথাযথ বলে মনে করি।"

হাইকোর্ট আরও বলেছে, মামলার সাক্ষীদের আটকে রাখা হয়েছিল এবং "তদন্তের সময় স্পষ্ট হেরফের করা হয়েছিল এবং বানোয়াট অভিযোগ আনা হয়েছিল।"

বিচারপতি জৈন বলেছে, "ট্রায়াল কোর্ট ভুলভাবে অগ্রহণযোগ্য সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেছে, উপাদানগত দ্বন্দ্ব উপেক্ষা করেছে এবং আইনী বিধানগুলিও যথাযথভাবে বিবেচনা করেনি।"

আদালত আরও উল্লেখ করেছে, তদন্ত সংস্থা তাদের দায়িত্ব পালনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তদন্ত কেবল ত্রুটিপূর্ণ ছিল না, বরং এটি ছিল অপ্রীতিকর এবং আইনের বিধানের পাশাপাশি তাদের নিজস্ব নিয়মগুলিকেও তারা উপেক্ষা করেছে।

রাজস্থান হাইকোর্ট এটিও পর্যবেক্ষণ করেছে যে, তদন্তকারী সংস্থার প্রয়োজনীয় আইনি দক্ষতার অভাব ছিল। কারণ তারা বিধিবদ্ধ পূর্বশর্ত এবং বাধ্যতামূলক বিষয়গুলো সম্পর্কেও সচেতন ছিল না।

সবশেষে, বিচারপতি জৈন বলেছে, ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ছলছাতুরি প্রসিকিউশনের মামলাটিকে ব্যর্থ প্রমাণ করেছে।

শুধুমাত্র ধর্ম পরিচয়ের কারণে ভারতের বিচার বিভাগ মুসলিমদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক রায় দিয়েছে এমন ঘটনা অসংখ্য। আর রাজস্থানের এই ঘটনার মত পরবর্তিতে সত্য প্রকাশিত হয়েছে খুব ঘটনারই। অথচ বিচার বিভাগের একটি ভুলের কারণে ভুগতে হয় পুরো একটি পরিবারকে আজীবন।

তথ্যসূত্র:

------

1. Four Muslim men sentenced to death in Jaipur bomb blast case acquitted by Rajasthan HC

- https://tinyurl.com/vedv6cuw

ইউপিতে চোর আখ্যা দিয়ে মুসলিম ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন

বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ এনে মুসলিমদের পিটিয়ে হত্যা করার ঘটনা ভারতে এখন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একই ভাবে সম্প্রতি ভারতের উত্তরপ্রদেশের ইটাওয়াতে এক দল উগ্র হিন্দু আমজাদ নামে একজন মুসলিমকে গাড়ি চোর সন্দেহে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে।

গত ২০ মার্চ স্থানীয় সময় রাত ১০টার দিকে ৩২ বছর বয়সী আমজাদ সিভিল লাইন এলাকার চৌধুরী পেট্রোলের সামনে তার স্ত্রীর সন্ধানে ঘুরছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ঘটনাস্থলে পার্ক করা একটি গাড়ির ভেতরে তাকাচ্ছিল আমজাদ। এতে গাড়ির হিন্দু মালিক সৌরভ ও তার সঙ্গীরা আমজাদকে চোর আখ্যা দিয়ে নির্দয়ভাবে মারধর শুরু করে। এরপর আশেপাশের লোকজনও তাকে বেধড়ক মারধর করে। বেধড়ক পিটুনিতে আমজাদ অচেতন হয়ে গেলে অর্ধমৃত অবস্থায় তাকে সিভিল লাইন থানায় নিয়ে যায় তারা।

কিন্তু চুরির অভিযোগ থাকায় থানায় দায়িত্বশীল পুলিশ সদস্যরা আমজাদের চিকিৎসার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়নি। আমজাদের অবস্থার অবনতি হলে সিভিল লাইন থানা পুলিশ তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে। পরবর্তিতে ২১মার্চ ফুসফুসে গুরুতর আঘাতের কারণে তিনি মারা যান। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে আমজাদের ফুসফুসে গভীর আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে, যার কারণে তার মৃত্যু হয়েছে।

হিন্দুদের হাতে খুন হওয়া আমজাদ বিরিয়ানি বিক্রি করে সংসার চালাতেন। আমজাদের মৃত্যুতে তার স্ত্রী ও ৫ বছরের ছেলের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

তথ্যসূত্র:

1. Muslim man beaten to death in UP on suspicion of theft -https://tinyurl.com/mturpc37

সোমালি সামরিক ঘাঁটি বিজয়: কমপক্ষে ৬৯ সেনা হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় একই দিনে শত্রু বাহিনীর ২টি সামরিক ঘাঁটিবিজয় করেছেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। এসব অভিযানে শত্রু বাহিনীর অন্তত ৬৯ সেনা হতাহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ২৯ মার্চ ভোরে, সোমালিয়ার হিরান ও জুবা রাজ্যে এ সফল অভিযানগুলো পরিচালনা করছেন।

হিরান রাজ্যের বারধেরি এলাকায় হারাকাতুশ শাবাবের ভারী সশস্ত্র যোদ্ধারা সোমালি সরকারের আর্টিলারি বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে রেইড পরিচালনা করেন। পশ্চিমা সমর্থিত বাহিনী সংক্ষিপ্ত লড়াইয়েই পরাজিত হয়ে সামরিক ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যায়। এরপর শাবাব মুজাহিদিন ঘাঁটিটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেন এবং ঘাঁটিতে থাকা অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

এদিকে মুজাহিদদের থেকে ঘাঁটিটি পুনরুদ্ধারের জন্য কেন্দ্রীয় হিরান থেকে একটি বড় সামরিক কনভয় পাঠায় সোমালি সরকার। কিন্তু এ সংবাদ শাবাব মুজাহিদিন তাদের গোয়েন্দা বিভাগের মাধ্যমে জানতে পেরে আগত শত্রু কনভয়কে এম্বুশ করার প্রস্তুতি নেন। শত্রু কনভয়টি ঘাঁটির ২০ কিলোমিটারের মধ্যে আসার পর মুজাহিদগণ কনভয়টি লক্ষ্যে করে ২টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটান। এরপর সেখানে দুই বাহিনীর মধ্যে তীব্র গোলাগুলি শুরু হয়।

সূত্রমতে, মুজাহিদদের অতর্কিত এই এম্বুশে সোমালি বাহিনীর অন্তত ১৫ সেনা নিহত এবং আরও ১২ সৈন্য আহত হয়েছে। বাকিরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

মুজাহিদদের দ্বিতীয় সফল অভিযানটি পরিচালনা করেন জুবা রাজ্যের বারসাঞ্জোনি এলাকায়। মহান আল্লাহ তাআ'লার সাহায্যে মুজাহিদগণ এখানেও শত্রুর বিরুদ্ধে বড় বিজয় লাভ করেন এবং একটি সামরিক ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নেন। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, এই অভিযানে শত্রু বাহিনীর ৫ অফিসারসহ অন্তত ২৭ সৈন্য নিহত হয়েছে এবং আরও কম্পক্ষে ১৫ সৈন্য আহত হয়েছে।

অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ঘাঁটিটি থেকে সামরিক যান, অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অনেক সামরিক সরঞ্জাম গণিমত লাভ করেন। সেই সাথে পরিত্যক্ত সরঞ্জাম ও তাবুগুলো মুজাহিদগণ পুড়িয়ে দেন।